ভোরের কাগজ

25 MAY 2003
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এখনো বই পায়নি এবতেদায়ি স্তরের ৮ লাখ শিক্ষার্থী

সংশ্লিষ্টরা দোষ চাপাচ্ছেন একে অন্যের ঘাড়ে

মানসুরা হোসাইন : শিক্ষাবর্ষের ৫ মাস পেরোতে চললেও এবতেদায়ি স্তরের পুনর্মুদ্রিত ৫৪ লাখ বই এখনো ছাত্রছাত্রীদের হাতে পৌঁছেনি। ফলে জানুয়ারির মধ্যেই ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই পৌঁছে যাবে, বলে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি এক্ষেত্রে কার্যকর হলো না।

জানা যায়, ট্রাকভর্তি করে বইগুলোকে দেশের বিভিন্ন জায়গায় পাঠানোর প্রক্রিয়া এই মাসের ১৩ তারিখে শুরু হয়েছে। এই প্রক্রিয়া কবে নাগাদ শেষ হবে তা কেউ জানেন না। তবে সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, আরো এক সপ্তাহের মতো লাগতে পারে। অর্থাৎ বই পৌঁছানো এবং স্থানীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষ করতে করতে জুন মাসের আগে ছাত্রছাত্রীরা বই হাতে পাবে না এটা নিশ্চিত।

এবতেদায়ি স্তরের ৮ লাখ ছাত্রছাত্রী বই পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। অথচ শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এ বছর ১ জানুয়ারি সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় জানিয়েছিলেন, এবতেদায়ি স্তরের পাঠ্যপুস্ত

● শেষ পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

এবতেদায়ি স্তরের পুনর্মুদ্রিত বইয়ের স্তূপ কমলাপুর গুদামে। কবে শিক্ষার্থীদের হাতে এগুলো পৌঁছাবে তা কেউ জানে না

এখনো বই পায়নি এবতেদায়ী

● শেষের পাতার পর

কের ১৫ থেকে ৭৫ ভাগ সম্পন্ন হয়ে গেছে, বই ছাপাই হয়ে এমসিটিবির গুদামে জমা হচ্ছে। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান সরাসরি বই জেলায় জেলায় পাঠাচ্ছে এবং ১০ থেকে ১২ জানুয়ারির মধ্যে পাঠ্যপুস্তক জেলায় পৌঁছে যাবে।'

এদিকে পাঠ্যপুস্তক নির্দিষ্ট সময়ে জেলাগুলোতে না পৌঁছার দায়দায়িত্ব সরকারের কোনো মহলই নিতে ইচ্ছুক নয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক পাঠ্যবইয়ের চাহিদা নির্ধারণ সংক্রান্ত জটিলতাকে বিলম্বের কারণে মনে করছে। এ ব্যাপারে মাদ্রাসা বোর্ড কর্তৃপক্ষের ভাষ্য, ব্যানবেইস নির্ধারিত সময়ে চাহিদা নির্ধারণ না করায় এ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এ সমস্যার সঙ্গে জেলা শিক্ষা অফিসারগণও দায়ী। কেননা তারা নির্দিষ্ট সময়ে পাঠ্যবইয়ের চাহিদা ব্যানবেইসে পাঠাতে ব্যর্থ হয়েছে।

অন্যদিকে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এমসিটিবি) কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, মাদ্রাসা বোর্ডের নির্ধারিত চাহিদার ভিত্তিতে তাদের দায়িত্ব বইগুলো ছেপে দেওয়া। এর বাইরে তাদের কোনো দায়দায়িত্ব নেই। মাদ্রাসা বোর্ডের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন কর্মকর্তা জানান, এ বছর এবতেদায়ি স্তরের বিনামূল্যের বইয়ের জন্য সরকারের কোনো বাজেট না থাকায় এ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। তিনি জানান, সরকার মাদ্রাসা বোর্ডের কাছ থেকে টাকা ধার করে এবারের কাজটি পরিচালনা করছে।

উল্লেখ্য, মাদ্রাসা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ৬৫ লাখ বইয়ের প্রাথমিক চাহিদার ভিত্তিতে সরকার এ বছর প্রথমবারের মতো এবতেদায়ি স্তরের পাঠ্যবই বিনামূল্যে সরবরাহের সিদ্ধান্ত নেয়। পরে সে চাহিদা ১ কোটি ৯৩ লাখ পুনর্নির্ধারিত হয়। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে প্রাথমিক পর্যায়ে ১ কোটি ২৫ লাখ বই ছাপা হয়। বইয়ের পরিমাণ চাহিদার চেয়ে কম হওয়ায় ফেব্রুয়ারি মাসে আরো ৫৪ লাখ বই পুনর্মুদ্রণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। মার্চের শেষ সপ্তাহে ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়।

বোর্ড সূত্র অনুযায়ী, দেশে এমন ১৮ হাজারের বেশি এবতেদায়ি স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এ বছর প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত এবতেদায়ি স্তরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২ কোটি ৬১ লাখ ১ হাজার ১০২ জন। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন মাদ্রাসা বোর্ডেরই নাম-প্রকাশে অনিচ্ছুক আরেকজন কর্মকর্তা। তিনি বলেন, প্রকৃতপক্ষে দেশে কতোগুলো এবতেদায়ি মাদ্রাসা আছে সে সম্পর্কিত সঠিক কোনো পরিসংখ্যান মাদ্রাসা বোর্ডের কাছে নেই বা এখনো পর্যন্ত সে ধরনের তথ্য সংগ্রহে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

অন্যদিকে দেশের মাত্র ১ হাজার ২০০ মাদ্রাসায় শিক্ষকদের বেতন দেওয়া হচ্ছে। তবে পাঁচজন শিক্ষকের মধ্যে হয়তো একজন শিক্ষককে বেতন দেওয়া হয়। শিক্ষকরা অবহেলিত হওয়ায় তারা নিজ উদ্যোগে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা কতো বা অন্যান্য তথ্য মাদ্রাসা বোর্ডকে জানাতে চায় না বলে জানা গেছে। মাদ্রাসা বোর্ডের বিভিন্ন অনিয়মের জন্য সরকারের আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দায়ী বলে বোর্ডের একজন কর্মকর্তা মন্তব্য করেছেন।

বর্তমানে বাংলাদেশ মুদ্রণ শিল্প সমিতির তত্ত্বাবধানে ৫৪ লাখ বই দেশের বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো হচ্ছে। বই সরবরাহে বিলম্বের কারণ হিসেবে সমিতির একজন কর্মকর্তা জানান, প্রেসের বই সরবরাহে বিলম্ব, বোর্ড অফিসের গুদাম দেওয়ায় বিলম্ব— অবশেষে সমিতির নিজ উদ্যোগে কমলাপুর গুদাম থেকে বই সরবরাহ করতে গিয়ে জেলাগুলোতে বই পৌঁছাতে দেরি হয়ে যাচ্ছে।

তবে তিনি আরো উল্লেখ করেন, এই ৫৪ লাখ বই বিভিন্ন জায়গায় রিজার্ভ করার জন্যই ছাপা হয়েছে। তাই দেরি হলেও ছাত্রছাত্রীদের কোনো সমস্যা হবে না। ৮ লাখ ছাত্রছাত্রী এখনো বই পায়নি— সে প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি বলেন, বিষয়টি সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন না।

অন্যদিকে মাদ্রাসা বোর্ডের সূত্র অনুযায়ী, নির্ধারিত সেটের একটি বা দুটি বই পায়নি অথবা নতুন রেজিস্ট্রেশন করেছে যেসব ছাত্রছাত্রী তাদের জন্যই এই বইগুলো ছাপা হয়েছে।